দ্বৈরথ

নুরুজ্জামান মানিক

ওদের সাথে পরিচয় হয়েছিল বেশ শৈশবেই কিন্তু ঠিক ক'বছর বয়সে এখন আর মনে নেই ।ওরা দুই সহোদরা যমজ বোন ।অবশ্য যমজ হলেও দেখতে কিন্তু একই রকম নয়। একজন অপরূপা জাদুকরি সুন্দরী রমনী আর অন্যজন কুৎসিত কালোবর্ণের।

ওরা দুজনেই আমার প্রেমে গিয়েছিল এবং আমাকে চেয়েছে।কিন্তু আর দশজনের মত আমিও সুন্দরী রমনীর দিকেই ঝুকেছিলাম।ওই রমনী যাকে আমার হৃদয় কামনা করে,সে এক অনুপম সৃস্টি যাকে দেবতারা পায়রার যুগলবন্দি প্রেমে রূপ দিয়েছে। তাকে নিয়েই কবিতা লিখি-আবৃত্তি করে শোনাই স্বরচিত কবিতা, শীতলক্ষ্যা নদীতে ভরা পুর্নিমায় নৌভ্রমন করি, শাহবাগে ফুসকা খাই ।

এদিকে ওর যমজ কুৎসিত বোনটি কিন্তু আমার পিছু ছারেনি শুনেছি কাল মেয়েরা পুরুষ বশীকরন মন্ত্রজানে ।সেই মন্ত্রবলে সে আমায় বাহুবন্দি করতে চেয়েছে বারবার। এই কয়েকমাস আগেও সে হটাৎ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল :'এবার তোমাকে ছাড়ছি না,তোমাকে এইবার আমার সাথে ঠিকই নিয়ে যাব ।' উপায়ন্তর না দেখে মেয়ে ভোলানো মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাকে কোনমতে বিদায় করেছি ।তারপর যথারীতি আমার প্রেয়সী সুন্দরীর সাথে পথচলা।এবার একটু বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম ।তার দেহের প্রতিটি বাক পরে ফেলেছিলাম এবং তার অন্তর্গত সত্তাটি দেখে ফেলেছি ।ব্যাপারটা আচ করতে পেরে সে ক্রমশঃ আমার থেকে দুরে,বহুদুরে চলে যাচেছ।

যে রমনীকে আমার হৃদয় ভালবাসে তার নাম জীবন। জীবন এক সুন্দর রমনী যে আমাকে একাত্ত্ব করে নেয় । জীবন হচেছ এক রমনীর নাম যে মানুষের হৃদয়কে বন্ধু বানায় কিন্তু স্বামী বানায় না।জীবন হচ্ছে এক খল কিন্তু সুন্দর রমনী।যে তার খল প্রকৃতি দেখে ফেলে সে তার সৌন্দযকে ঘৃনা করতে থাকে।

জীবনের প্রতি আমার ঘৃনা জন্মেছে সংবাদটি জেনেই ছুটে এসেছে তার সহোদরা মরণ।ঐতো কালো কুৎসিত মৃত্যু নামক মেয়েটি দারজায় দাড়িয়ে ।এবার তাকে ফেরাব কিভাবে ?

রচনাকালঃ ১৩-১২-২০০১ ।

(তখন আমি কাহলীল জীবরান সমগ্র পাঠরত ছিলাম ।সুতরাং জীবরানের প্রভাব বিচিত্র নয়।একিসাথে কবি নির্মুলেন্দু গুন ও ফজল শাহাবুদ্দিনের কবিতার প্রভাবও থাকতে পারে। -লেখক)